بسم الله والحمدلله والصلاةوالسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه۔
ايهاالاخوةالمسلمون في كل مكان! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আল্লাহ তা'য়ালার নামে শুরু করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালারই জন্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুল (সাঃ) এবং তার পরিবার-পরিজন, সাথীবর্গ ও যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহন করেছে তাদের উপর।

দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে থাকা প্রিয় মুসলিম ও মুজাহিদ ভাইয়েরা!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আজ আমি জুলুম, অত্যাচার ও অবিচার নিয়ে প্রথমে নিজেকে তারপর অন্যান্য মুসলিম ও মুজাহিদ ভাইদের প্রতি লক্ষ্যকরে কিছু উপদেশ ও নসিহতমূলক কথা বলতে ইচ্ছা করেছি এবং এর মাধ্যমে জুলুমের ভয়াবহতার ব্যাপারে নিজেকে ও অন্যান্যদেরকে সতর্ক করতে চাই।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

“যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন,অতঃপর তিনি পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন পালনকর্তা বললেন,আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব।তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও? তিনি বললেন,আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না।” -[**সূরা আল বাক্বারা** : ১২৪]

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

" আর আল্লাহ জালিমদেরকে পছন্দ করেননা" -[**সূরা ইমরান** ৩:৫৭]

আল্লাহ তায়ালা অন্য এক জায়গায় ইরশাদ করেন,

وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

"আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে; নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না। -[**সূরা শূরা** ৪২:৪০]

আর জুলুমকে স্বীকার করে নেয়া; তা থেকে তওবা করে বিরত থাকাকে আল্লাহ তায়ালা নাজাত ও মুক্তির উপায় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) ও তার স্ত্রী হযরত হাওয়া (আঃ) এর কথা নকল করে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন,

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

" তারা উভয়ে বলল : হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি।যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।"

[সুরা আরাফ ৭:২৩]

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র হযরত মূসা (আঃ) এর কথা উল্লেখ করে ইরশাদ করেন

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"তিনি (অর্থাৎ মূসা (আঃ) বললেন,হে আমার পালনকর্তা! আমিতো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তখন আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।"

[সুরা কাসাস ২৮:১৬]

ইউনুস (আঃ) এর সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

" এবং মাছওয়ালার (ইউনূস আ. এর) কথা স্মরণ করুন তিনি ক্রদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; আপনি নির্দোষ আর নিশ্চয় আমি জালিম (গোনাহগার)।

[সুরা আম্বিয়া ২১:৮৭]

আল্লাহ তায়ালা উদ্যানের মালিকদের পরীক্ষায় ফেলার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন,

قَالقَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ||28

أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ||29

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ||30

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ||31

عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ||32

"তাদের উত্তম ব্যক্তি বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেন?[28]
তারা বলল, আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চই আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম।[29]
অতঃপর, তারা একে অপরকে ভর্ৎসনা করতে লাগল ।[30]
তারা বলল, হায়! দুর্ভোগ আমাদের আমরা ছিলাম সীমাতিক্রমকারী ।[31]
আশা করি, আমাদের পালনকর্তা এর পরিবর্তে এর চাইতে উত্তম বাগান আমাদেরকে দিবেন। নিশ্চয় আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে আশাবাদী।[32]" -[**সূরা কালাম ২৮-৩২**]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেন,
"তোমরা জুলুম থেকে বেচেঁ থাক, কেননা নিশ্চয় জুলুম কেয়ামতের দিন বিরাট অন্ধকাররূপে দেখা দিবে। আর তোমরা কার্পণ্য/লোভ করা থেকে বেচেঁ থাক, কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে ধ্বংস করেছে এবং তা তাদের নিজেদের রক্ত প্রবাহিত করতে ও তাদের জন্য নিষিদ্ধ কর্মসমূহকে বৈধ মনে করতে প্ররোচিত করেছে।"

-সহিহ মুসলিম : ২৫৭৮

নবীজি (সাঃ) অন্যত্র ইরশাদ করেন,
" তো আল্লাহর শপথ (করে বলছি), তোমাদের ব্যাপারে আমি দারিদ্রতার ভয় করিনা। বরং তোমাদের ব্যাপারে আমার আশংকা হয় যে, দুনিয়াকে তোমাদের সামনে প্রসারিত করা হবে যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য করা হয়েছিল। তখন তোমরা দুনিয়ার (ভোগ- বিলাস ও প্রাচুর্যের) প্রতি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা লিপ্ত হয়েছিল। ফলে দুনিয়া তোমাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বে যেমনিভাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছিল।" **-সহিহ বুখারী:৩১৫৮**
নবীজি করিম (সাঃ) হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)কে বলেন,
"মাজলুমের ফরিয়াদকে ভয় কর। কেননা এই ফরিয়াদ ও আল্লাহ তা’আলার মাঝে কোন অন্তরাল থাকে না।"

-সহিহ বুখারী : ২৪৪৮

ইমাম বুখারী (রঃ) তার কিতাব সহিহুল বুখারীতে হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন,
"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জালেমকে ঢিল দিয়ে রাখেন। অতঃপর যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন তাকে আর কোন ছাড় দেননা।"
আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন,তারপর নবীজি (সাঃ) কোরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন,
" আর তোমার পরওয়ারদেগার যখন কোন পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয় তার পাকড়াও খুবই মারাত্মক, বড়ই কঠোর। (**সূরা হূদ : ১০২**)

-সহিহ বুখারী : ৪৬৮৬

নবীজি (সাঃ) অন্যত্র বলেন,

"যখন মুমিনরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি পুলের উপর থামিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর যখন তারা নিজেদের পরস্পরের মাঝে ঘটা, জুলুম-অত্যাচারের হিসাব-নিকাস পরিশোধ করে নিবে; তখন তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হবে।

-সহিহ বুখারী : ২৪৪০

নবীজি (সাঃ) আল্লাহ তাআলার ইরশাদ নকল করে বলেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

" হে আমার বান্দারা! (জেনে রাখ!) আমি নিজের উপর জুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের পরস্পরের মাঝেও জুলুমকে হারাম সাব্যস্ত করেছি।সুতরাং তোমরা একে অপরের উপর জুলুম করবে না।"

-সহিহ মসলিম:২৫৭৭

নবীজি (সাঃ) বলেন,

"প্রত্যেক ছোট দলের আমিরকেই কিয়ামতের দিন শৃংখলিত অবস্থায় উপস্থিত করা হবে।তারপর এই বেড়ি থেকে একমাত্র ইনসাফই তাকে মুক্তি দিবে অথবা (তার কৃত) জুলুম তাকে ধ্বংস বা বিনাশ করে দিবে।"

-তাখরীজে মুসনাদ : ৯৫৭৩

মহান আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে জুলুম-অত্যাচারকে প্রতিহত করতে এবং লোকসমাজ থেকে তা নির্মূল করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা সূরা আশ শূরাতে ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ || 39
وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ || 40
وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ || 41
إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ || 42
وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ || 43

যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। [39]

আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে; নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন নাই। [40]

নিশ্চয় যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই।[41]

অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[42]

অবশ্যই যে সবর করে ও ক্ষমা করে নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।[43] --[সুরা শূরা: ৩৯-৪৩]

একদা নবীজি (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশে বলেন, "তুমি তোমার জালিম বা মাজলুম ভাইকে সাহায্য কর।" সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মাজলুমকে সাহায্য করব, সেটাতো বুঝলাম । বাকি জালিমকে কিভাবে সাহায্য করব! তিনি ইরশাদ করেন, "তাকে জুলুম করতে বাঁধা প্রদান কর।"

-সহিহ বুখারী :২৪৪৪

ইমাম বুখারী (রঃ) হযরত বারা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবীজি (সাঃ) আমাদেরকে সাতটি বিষয় করতে আদেশ দিয়েছেন আর সাতটি বিষয় করতে নিষেধ করেছেন।

তো তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন, আমরা জানাযার অনুসরণ করি, রোগীকে দেখতে যাই, আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, মাজলুমকে সাহায্য করি, কৃত শপথ পূর্ন করি। সালামের উত্তর দেই । হাঁচিদাতার জবাব দেই।

আর তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছে যেন, রুপার পাত্র, স্বর্ণের আংটি, রেশম, রেশমী কাপড় ও বস্ত্র, জাল দিরহাম ও নকশাদার রেশমী পুরু কাপড় থেকে বেঁচে থাকি। **-সহিহ বুখারী : ১২৩৯**

জালিমকে তার কৃত জুলুমের পরিনাম ও দায়ভার থেকে জিহাদ কখনো মুক্তি ও অব্যাহতি দিতে পারে না। কেননা কখনো কখনো জিহাদও আমল হিসেবে গ্রহনযোগ্য হয় না।

যেমন রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

"যুদ্ধ অনেক প্রকারের হয়ে থাকে । তো যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করে,আমিরের আনুগত্য করে,মূল্যবান সামগ্রী (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করে, অংশগ্রহণকারীদের সাথে কমল ব্যবহার করে এবং ফেতনা-ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকে,তো সেই ব্যক্তির ঘুম ও জাগ্রত উভয় অবস্থাই তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ। আর যে ব্যক্তি গর্ববশত যুদ্ধ করল অথবা লৌকিকতাবশত অথবা প্রসিদ্ধির লোভে অথবা সে ইমামের বিরুদ্ধাচরণ করল অথবা জমিনে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করল,তো সেই ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পরিমান নেকী ও নিয়ে ফিরতে পারবে না।" **-আবু দাউদ : ২৫১৫**

জিহাদ বান্দার অধিকার, পাওনা ও হক সমূহও মিটিয়ে দিতে পারেনা।
ইমাম বুখারী (রঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, কিরকিরা নামক একব্যাক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে কষ্ট দিত। যখন সে (কোন এক জিহাদে) মারা গেল তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, " সে জাহান্নামী।"
তারপর সাহাবায়ে কেরাম তাকে দেখতে গেলেন, তখন তারা তাকে একটি ঢিলা পোশাকে প্রবিষ্ট অবস্থায় পেল।

-সহিহ বুখারী : ৩০৭৪

ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের মাঝে অবস্থান করছিলেন এবং তাদেরকে নসিহত করছিলেন যে, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনা হলো সর্বোত্তম আমল।" তখন একব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, ইয়া রসুলুল্লাহ! আচ্ছা! আপনি কি মনে করেন, যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই, তাহলে কি আমার সমস্ত গোনাহগুলোকে মিটিয়ে দেয়া হবে?

তিনি ইরশাদ করেন,
"হ্যা! যদি তুমি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হও আর তোমার অবস্থা যদি এমন হয় যে, তুমি বিপদে ধৈর্যধারণকারী ও প্রতিদানপ্রত্যাশী এবং (দ্বীনের ক্ষেত্রে) অগ্রগামী ছিলে তবে পশ্চাদপসরণকারী ছিলেনা। তারপর রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "তুমি কিভাবে যেন বলেছিলে?" সে বলল, আপনি কি মনে করেন, যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই, তাহলে কি আমার সমস্ত গোনাহগুলোকে মিটিয়ে দেয়া হবে?

তিনি বললেন,
"হ্যা! যদি তুমি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হও আর তোমার অবস্থা যদি এমন হয় যে,তুমি বিপদে ধৈর্যধারণকারী ও প্রতিদানপ্রত্যাশী এবং (দ্বীনের ক্ষেত্রে) অগ্রগামী ছিলে তবে পশ্চাদপসরণকারী ছিলেনা" (তখন তোমার সব গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে) তবে ঋন ব্যতীত (অর্থাৎ তা ক্ষমা করা হবে না)। কেননা জিবরাইল (আঃ) আমার কাছে এমনটিই বলেছেন।

সহিহ মুসলিম :১৮৮৫

ইমাম নবাবী (রঃ) নবীজি (সাঃ) এর কওল الاالدين সম্পর্কে বলেন,
ইহা দ্বারা মানুষের সমস্ত হক, অধিকার ও পাওনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে এবং এই ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যে, জিহাদ-শাহাদাত ও অন্যান্য নেক আমলসমূহ অন্য মানুষের অধিকারকে মিটিয়ে দিতে পারেনা।

হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) বলেন, যখন তুমি ক্ষমতাবান তখন তুমি কিছুতেই (অন্যের) জুলুম করো না। কারন জুলুমের শেষ পরনতি হচ্ছে অনুতাপ, অনুশোচনা। (মনে রেখ! গভীর নিশিতে) তুমি থাকবে ঘুমিয়ে আর মাজলুম থাকবে জাগ্রত। তখন তোমার জন্য সে বদদোয়া করবে (আর তা কবুলের জন্য) আল্লাহ চোখ (সদা) অনিদ্রিত।

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাঁর কিছু কর্মকর্তার প্রতি চিঠি মারফত নসিহত করেন যে, "পর সমাচার এই যে,মানুষের প্রতি তোমার ক্ষমতা ও সমর্থ যখন তোমাকে তাদের প্রতি জুলুমে উদ্বুদ্ধ করে, তখন তুমি স্মরণ করো যে,আল্লাহ তোমার উপরও ক্ষমতা রাখেন। আর স্মরণে রেখ! তুমি তাদের থেকে (জুলুম করে পার্থীব চাহিদাবশত) যা অর্জন করবে নিঃশেষ হয়ে যাবে। (কিন্তু তার পরিনামস্বরূপ) তারা তোমার কাছে যা পাবে তা বাকী থেকে যাবে।"

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) এই কারনেই বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ন্যায়-নীতিবান রাষ্ট্রকে সাহায্য করেন, যদিও তা কুফুরী রাষ্ট্র হয়। কিন্তু জালিম রাষ্ট্রকে সাহায্য করেন না যদিও তা বিশ্বাসী তথা ইসলামী রাষ্ট্র হয়। সুতরাং আমি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন, আমাদেরকে অন্যের প্রতি জুলুম অত্যাচার করা থেকে বেচেঁ থাকার তৌফিক দান করেন এবং জালিমদের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করেন । আমিন।

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته